০৬-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা --- মাম্মা - বাবার মতো সার্ভিস করার জন্য বুদ্ধিকে সতোপ্রধান করো। সতোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্নরাই নিজে ধারণ করে অন্যকে ধারণ করাতে পারে"

প্রশ্ন :- উঁচুর থেকে উঁচু পুরুষার্থ কি, যা এখন তোমরা বাচ্চারা করছো ?

উত্তর :- মাতা - পিতার হৃদয় সিংহাসন জয় করা, এটাই হলো উঁচুর থেকে উঁচু পুরুষার্থ। এমন নাম্বার ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখো যাতে মাম্মা - বাবা এসে তোমাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে। এরজন্য উঁচুর থেকেও উঁচু সেবা করতে হবে। অনেককেই নিজের সমান বানাতে হবে। দুঃখী মানুষদের সুখী করতে হবে। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নকে বুদ্ধি রূপী পাত্রে ধারণ করে অন্যকে তার দান দিতে হবে।

গীত :- ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই .....

ওম্ শান্তি। এখন বাচ্চারা তো চিনেই গেছে যে, আমাদের বাবা অথবা মাতা - পিতাই শেখান। বাচ্চাদেরই এই খুশীতে থাকতে হবে। এখন তো আমরা বেহদের বাবার হয়েছি। বাচ্চারা প্রতিজ্ঞাও করে -- বাবা, আমরা এখন আপনার হয়েছি। আমরা এখন ঈশ্বরের এখন অসুরের সম্বন্ধে নেই। আমরা আসুরী মতে চলি না। আসুরী মত কাকে বলা হয় ? যারা শ্রীমতে না চলে আসুরী কর্ম করে। এক হলো ঈশ্বরীয় কর্ম আর দ্বিতীয় হলো আসুরী কর্ম। এ কথা কেউই জানে না যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম কে কবে স্থাপন করেছিলেন, এখন সমস্ত ধর্মের লোকেরা তাদের নিজের নিজের ধর্মকে জানে। সন্ন্যাসীরা বলবে, আমাদের ধর্ম শংকরাচার্য স্থাপন করেছিলেন। দেবী - দেবতা ধর্ম তো এখন আর নেই, তাহলে কে বলবে ? লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কেউই জানে না। বাবাকেই জানে না তাই বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে। এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বেহদের বাবা সত্যযুগের জন্য এখন আমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। তোমাদের বৈকুন্ঠের মালিক হতে হবে। কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে। এ হলো কংসপুরী। কংস আর কৃষ্ণ একসঙ্গে থাকতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের এই নেশায় মত্ত থাকা উচিত যে, আমাদের পরম পিতা, পরমাত্মা সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। বাবা বলেন - আমি পরমধাম থেকে এসেছি,পুরানো এই রাবণের দুনিয়ায়র পুরানো শরীরে। মানুষ যখন পিন্ড খাওয়ায় তখন সেই আত্মা পুরানো শরীরে আসে। তারজন্য পুরানো দুনিয়া বলা হবে না। পুরানো শরীরে আসে, তখন তাকে খাওয়ানো বা পান করানো হয়। এই রীতি ভারতে চলে আসছে। এ হলো এক ভাবনা। মানুষ বলে, আমার পতির আত্মা এই ব্রাহ্মণের শরীরে এসেছে। তারা এমন ভাবনা করে। পতির নাম রূপকে স্মরণ করে। আত্মা এসেই অঙ্গীকার বা স্বীকার করে। এ হলো এখনকার রীতি - রেওয়াজ। সত্যযুগে এইসব কথা থাকে না। অকারণে খরচ করা, ধাক্কা খাওয়া - এ হলো ভক্তিমার্গের রেওয়াজ। তবে এই ভাবনা রাখার কারণে অল্পকালের সুখ, সেও মানুষ বাবার কাছেই প্রাপ্ত করে। বাবা কখনোই দুঃখ দেন না। মানুষ তো না জানার কারণে বলে দেয় যে, সুখ - দুঃখ পরমাত্মাই দেন। বাবা বলেন বাচ্চারা, এই খেলা বানানোই আছে, যারা দেবী - দেবতা ধর্মের হবে তারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে। বুঝতে পারা যায় যে, এ আমার কুলের, আমরা অনেক ভক্তি করেছিলাম। কেউ যেমন খুব ভালো পড়াশোনা করলে ভালো পদ পায়। তেমনই যারা খুব ভক্তি করেছে, বাবা এসে বলেন, আমি তাদের ভক্তির ফল দিতে এসেছি।

ভক্তিতে তো দুঃখ থাকে । কতো বিভ্রান্ত হতে হয় । এখন আমি তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত করি । যদি তোমরা শ্রীমতে চলো তবেই । বাবা কখনোই উল্টো মত দেবেন না । তিনি সামনে এসে শ্রীমত দেন । এমন বলা হবে না যে রাবণ বলে কেউ মানুষের বুদ্ধিতে বসে মত দেয় । এ সবই এই ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে । মায়ার কারণে মানুষ সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায় । তোমরা জানো যে, আমরা এখন দেবতা হবো তারপর অর্ধেক কল্পের পরে পতিত হতে শুরু করবো । এই ব্রহ্মা বাবাও তো বয়স্ক একজন অনুভবী । ইনি সাধু - সন্ত ইত্যাদি সবাইকেই দেখেছেন । তিনি শাস্ত্রও পড়েছেন । বাবা নিশ্চই কোনো অনুভবী রথেই আসবেন । এরও অবশ্যই কোনো হিস্ট্রি আছে যে কেন তিনি এই এক রথই নিয়েছিলেন । ভাগীরথ বা ভাগ্যশালী রথের গায়ন আছে । বলা হয় যে ভাগীরথের থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছিলো । এখন জলের গঙ্গা তো আর বের হতে পারে না । আগে আমরাও বুঝতাম না । ভাগ্যশালী রথ তো এই ব্রহ্মারই, তাই না, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন । মানুষ তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় -- এই ব্রহ্মার মধ্যে তিনি কিভাবে আসবেন ? তোমরা এই মানুষকে ব্রহ্মা বলো ? ব্রহ্মা তো ভগবান । তিনি সূক্ষ্ম বতনে থাকেন, তোমরা এই মানুষকে ব্রহ্মা বানিয়ে রেখেছো -- এমন এমন কথা বলতে থাকবে । এ তো এনার কল্পনা - ব্রহ্মা, বিষ্ণুর, শঙ্কর ওখানে কিভাবে আসবে ! আরে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হলে তারা তো এখানেই থাকবে তাই না । যা কিছুই হয়ে গেছে, তা তো আবারও হবে । মুসলমান কিভাবে এসেছিলো, কি কি হয়েছিলো, সে সব আবারও হবে । তোমরাই এই নাটকের রহস্যকে জানো, আর কেউই তা জানে না । তারা তো এই নাটকের আয়ু লাখ বছরের বলে দেয় । আবার তারা বলে, প্রলয়ও হয় । এখন কৃষ্ণ যদি আসেন, তিনি তো সত্যযুগেই আসবেন । তাহলে তাঁকে দ্বাপরে কেন নিয়ে গেছে ? প্রলয় তো কখনোই হয় না । মানুষ এই গান গায় যে - হে পতিত পাবন এসো, তাহলে তো তিনি এই পতিত দুনিয়াতেই এসে পতিতদের পবিত্র করবেন, তাই না । বাবা বলেন, আমি একবারই আসি -- পতিত মানুষদের পবিত্র বানাতে । আমি জ্ঞানের সাগরই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝাতে পারি । পুরানো দুনিয়াকে আমি কিভাবে নতুন বানাই - সেই কথা বসে বাচ্চাদের বোঝাই । সে হলো হদের ঘর আর এ হলো বেহদের ঘর । বাবার ভালোবাসা তো থাকেই, তাই না । তাই তো তিনি ভক্তি মার্গেও এতো সাহায্য করেন । মানুষ তো করতেই পারে না । বলা হয়, ঈশ্বর সুখ দেন । কারোর কাছে অনেক টাকা থাকলে বলে যে, ঈশ্বর দিয়েছেন । এরপর তিনি যদি নিয়ে নেন তাহলে দুঃখ কেন হওয়া উচিত ? এখন বাবা বলছেন, বাবা ছাড়া আর কারোর কথা শুনো না । বাবা - টিচার এবং সদ্গুরু -- এই তিন রূপেই তিনি অভিনয় করে দেখান । সদ্গতিদাতা হলেনই একজন । অন্ধের লাঠি এক প্রভু ---- পতিতকে পবিত্র করেন এক প্রভু ---- বাবা বলেন, আমি সাধুদেরও উদ্ধার করতে আসি ।

তোমরা সকলেই ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী । সত্যযুগে ছিলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । এখন হয়েছে অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, যাকে বিকারের প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয় । মানুষ যে কতো দুঃখী সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । তারা ত্রাহি - ত্রাহি করতে থাকে, কান্নাকাটি, মারামরি করে । এখানে অনেক ধর্ম আছে, সত্যযুগে ছিলো এক ধর্ম, যা এক বাবাই স্থাপন করেন । গীতায় কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ লিখে দিয়েছে । এই হলো একমাত্র ভুল । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার, তাঁর নাম হলো শিব । আত্মার নাম একই থাকে । অন্য হয় না । শরীরের নাম পরিবর্তন হয় । এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিলে নামের পরিবর্তন হয়ে যাবে । বাবার নাম এক শিব বাবা, তাঁর শারীরিক নাম হয় না । আত্মা, যারা ৮৪ জন্ম ভোগ করে তাদের শরীরের নাম হয় । বাবা বলেন, আমার তো একই নাম । যদিও আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি কিন্তু শরীরের মালিক তো এই দাদার আত্মা, যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে প্রজা রচনা

করছি । প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে চাই । মানুষ তো এইসব কথা জানে না । এ একটাই কলেজ, যেখানে সবাই পড়ে । মুরলী সব জায়গায় যায়, কিন্তু কারোর বুদ্ধি সতোপ্রধান, কারোর সতো, কারোর রজো, কারোর আবার তমো ---- একদম ধারণা হয় না, তাহলে তাদের কর্ম এমনই আছে । বাবা কি করবেন ? সবাই তো আর এক সমান হতে পারবে না । এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ । পড়ান একমাত্র ঈশ্বরই, যাদের পড়ান তারা ধারণা করে পড়ানোর জন্য টিচার হয় । প্রত্যেককেই নিজেকে দেখা উচিত, আমার বুদ্ধি কি সতোপ্রধান ? আমি কি বাবা -মাম্মার মতো বোঝাতে পারি ? বাবার কাছে তো সব সেন্টারের খবর আসা উচিত যে কতজন স্টুডেন্ট রেগুলার আসে ? কতদিন ধরে তারা পবিত্র আছে ? বাবার তো সব পোতামেলই জানা উচিত । মাতা - পিতা তো বড় । জগদম্বা মা'ও তো ছোট্ট বয়সের । এই বাবা তো এই দুনিয়ারও অনুভাবী । নাটকে তো মুখ্য অভিনেতাকে দেখা হয় । বাবা এই রথই নিয়েছিলেন তাহলে অবশ্যই কিছু আছে । আদি দেব ব্রহ্মার তো কতো নাম । মানুষ বুঝতেই পারে না যে আদি দেব কাকে বলা হয় । বাস্তবে আদি দেব এবং আদি দেবী, মাতা - পিতা এনারাই হন । এরপর এঁর মুখ থেকে সরস্বতী মার জন্ম হয়, তাহলে সবাই তো বাচ্চা হয়ে গেলো । ইনি বলেন, আমি শিব বাবার বাচ্চাও আবার যুগলও কারণ তিনি আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমার মুখ থেকে সন্তানের জন্ম দেন । এ কতো গুহ্য কথা । যারা সতোপ্রধান বুদ্ধির, তারাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই । রাজ পরিবার আর প্রজার মধ্যে তফাৎ তো থাকেই । প্রজাও নিজের পুরুষার্থেই হয় আবার রাজাও নিজের পুরুষার্থেই হয় । বাবা বলেন, তোমরা যদি ভালো করে পড় তাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে । উত্তরাধিকারী যে হবে সে তো রাজ ঘরানাতেই আসবে । বাবা বলেন, সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো, আমি তো এসেছি তোমাদের রাজত্ব দিতে । তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে -- আমরা মাতা - পিতার থেকে স্বর্গের বাদশাহীর আশীর্বাদী বর্সা নিতে এসেছি । না হলে ক্ষত্রিয় হয়ে যাবে । স্টুডেন্ট নিজেই সব বুঝতে পারে । ওই স্কুলে তো কেউ পাস করতে না পারলে আবার পড়তে হয় । এখানে তো আবার পড়তে পারবে না । পাস করতে না পারলে ফেলই থাকবে, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । অনেককেই নিজের সমান বানানো --- এই হলো উঁচুর থেকে উঁচু সেবা । দুঃখী মানুষদের সর্বদা সুখী করতে হবে । তোমাদের কাজই হলো এই । বাবা সবসময় বলতেন, এমন মনে করো না যে সিন্ধু শহরে অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়েছিলেন বলে আমাদেরও ছাড়তে হবে । না, এ তো নাটকেই লিপিবদ্ধ ছিলো । বাকি পালিয়ে যাবার তো কোনো কথাই নেই । ভগবান থোড়াই খারাপ কাজ করবে । এ হলো মিথ্যা কলঙ্ক ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, প্রথম নম্বরে এই মাম্মা - বাবা পদ পায় । তোমরাও তারপর বাবা - মাম্মার হৃদয় আসন জয় করো । যে প্রথম নম্বরে আসবে সে আবার নীচে নামতে থাকবে । বাচ্চারা বড় হয়ে সিংহাসনে বসলে মাম্মা - বাবা দ্বিতীয় নম্বরে চলে যাবে । প্রথম রাজা - রাণী আবার ছোটো হয়ে যাবে । তাই পুরুষার্থ করে বাবা - মাম্মার হৃদয় আসনকে জয় করা চাই । এখনের জয় নয়, ভবিষ্যতের সিংহাসনের জন্য জয় পেতে হবে যাতে মাম্মা - বাবা তোমাদের উত্তরাধিকারী হয়ে আসতে পারে । বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । এই জ্ঞান হলো পারদের মতো যা চট্ করে উড়ে যায় । কারোর কাছে তো সামান্যতম ধারণাও নেই । এ তো অতি আশ্চর্য ।

এখন তোমরা বাচ্চারা তো নিশ্চিত যে এখানে নিরাকার ভগবান পড়ান, কৃষ্ণ নয় । এ তো ভগবান উবাচঃ । ভগবানকে তো তোমরা শরীরের আকার দিতে পারো না । শিব ভগবান উবাচঃ কৃষ্ণের শরীরের মাধ্যমে -- এমন তো কোথাও লেখা নেই । এ হলো ভগবান উবাচঃ । বাবা বলেন যে,

প্রথম – প্রথম এই কথা মনে আসা উচিত যে, বাবা আমাদের বসে পড়াচ্ছেন । বাবা অক্ষর স্মরণে আসলে আশীর্বাদী বর্সাও স্মরণে আসা চাই । আমরা যত পড়ব, ততই স্বর্গে উঁচু পদ পাবো । আমরা বাবাকে যত স্মরণ করবো, ততই আমাদের বিকর্মের বোঝা শেষ হয়ে আসবে । স্মরণ করলে বুদ্ধি সোনার পাত্রের তুল্য হয়ে যাবে । আর দান করতে থাকলে ধারণাও হতে থাকবে । তোমরা ধন দান করলে সেই ধন কখনোই শেষ হবে না । বাবাও তোমাদের উপর খুশী হবে । তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করো । ওই শাস্ত্র যারা শোনে তারাও জ্ঞানের জন্য শোনে । তারা মনে করে এ হলো লাখ তুল্য সম্পত্তি কিন্তু তা হলো কড়ি তুল্য তাই বাবা বলেন, বাচ্চাদের মনে হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের শিক্ষক, তিনিই সদ্গুরু আবার তিনিই সাথে করে নিয়ে যাবেন । তিনিই আমাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন । এই জ্ঞান হলো অমৃত । বাচ্চারা যেহেতু স্কুলে পড়ে,তাই তারা ব্রহ্মচারী থাকে । যদি বিকারের গন্ধ এসে যায় তাহলেই এই পড়া ঠান্ডা হয়ে যায় । বুদ্ধিও একদম মলিন হয়ে যায় । আবার এ হলো রুহানী বিদ্যা, ব্রহ্মচর্যতে না থাকলে ধারণা হবে না । বাবা বলেন, এখন তোমরা পড়ো না হলে কল্প – কল্প স্বর্গের মালিক হতে পারবে না । নিজের পুরুষার্থেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । বাবা যদি আশীর্বাদ করেন, তাহলে তো তিনি সবাইকেই রাজা বানিয়ে দেবেন । বাবা বলেন, এ হলো পড়া । লেখাপড়া করলে নবাব হতে পারবে । আর যদি বুদ্ধি ধাক্কা খেতে থাকে, তাহলে খারাপ হয়ে যাবে । এ হলো অনেক বড় কলেজ । এর নামই হলো ব্রহ্মাকুমার – কুমারীদের ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । এই বিশ্ববিদ্যালয় ঈশ্বরের স্থাপন করা । ঈশ্বরকেই বাবা বলা হয় । তাই বাবাই হলেন – বাবা, টিচার এবং সদ্গুরু । তোমরা ছাড়া এ কথা কেউই বুঝতে পারে না । তিনি সদ্গুরু রূপে সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । দুনিয়াতে তো গুরু দেহ রাখলে তার অনুসরণকারীকে গদিতে বসানো হয় । এ তো ব্যভিচারী হয়ে গেলো । বাবা তো গ্যারান্টি দেন – আমি সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । কোথায় ? যারজন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ভক্তি করে এসেছো । আমি তোমাদের মুক্তিধামে নিয়ে যাবো । আর যারা শ্রীমতে চলবে তারাই বৈকুন্ঠের মালিক হতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) এই ঈশ্বরীয় পড়াকে ধারণ করে অন্যকেও পড়ানোর উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে । মাম্মা – বাবার সমান সেবা করতে হবে ।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে দুঃখী মানুষদের সুখী বানাতে হবে । এই পড়া খুব ভালোভাবে পড়তে হবে ।

বরদান :- আওয়াজের ঊর্ধে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থেকে, শান্তির শক্তির অনুভব করে বীজরূপ হও

আওয়াজের ঊর্ধে থাকার শ্রেষ্ঠ স্থিতি, সর্ব ব্যক্ত আকর্ষণের ঊর্ধে পৃথক আর প্রিয় শক্তিশালী স্থিতি । এক সেকেন্ডও যদি এই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যেতে পারো তাহলে তার প্রভাব সারাদিন কর্ম করেও নিজে বিশেষ শান্তির শক্তির অনুভব করতে পারবে । এমন স্থিতিকে কর্মাতীত স্থিতি, বাবার

সমান সম্পূর্ণ স্থিতি বলা হয় । এই হলো মাস্টার বীজরূপ, মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি, এই স্থিতির দ্বারাই সর্ব কার্যে সফলতার অনুভব হয় ।

স্লোগান :- সে-ই মহান আত্মা যার প্রতিটি বাণীই মহাবাক্য।